উত্তরপত্র / লেকচার -৩ (২৩.৯.২০)

ক) এক বাক্যে উত্তর লিখ।

১. যে বাড়িতে যাদুঘরটা রয়েছে তার আদি নাম কী?
উত্তরঃ যে বাড়িতে যাদুঘরটা রয়েছে তার আদি নাম রড় সর্দারবাড়ি।

২. সোনারগাঁও জাদুঘরে কি কি জিনিস পত্র দেখতে পাওয়া যায়?
উত্তরঃ সোনারগাঁও জাদুঘরে নানারকম প্রাচীন জিনিস পত্র দেখতে পাওয়া যায়। যেমন: কাঠের তৈরি জিনিস, মুখোশ, মৃৎপাত্র, মাটির পুতুল, বাঁশ-লোহা-কাঁসার তৈরি নানা জিনিস, অলংকার ইত্যাদি।

৩. কোথায় জামদানি শাড়ি আর বাহারি নকশি কাঁথা রয়েছে?
উত্তরঃ সোনারগাঁও জাদুঘরে জামদানি শাড়ি আর বাহারি নকশি কাঁথা রয়েছে।

৪. সোনারগাঁও জাদুঘর কে প্রতিষ্ঠা করেন?
উত্তরঃ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সোনারগাঁও জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন।

খ) শব্দার্থ লিখ।

প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ	প্রদত্ত শব্দ	শব্দার্থ
লোকশিল্প	গ্রামের সাধারণ মানুষের তৈরি শিল্প	কদর	খ্যাতির সম্মান
বিস্মিত	অবাক হওয়া	খ্যাত	বিখ্যাত
বাহার	সৌন্দর্য/ শোভা	ম্যাপ	মানচিত্র

গ) যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে দুটি শব্দ তৈরি করে প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি বাক্য তৈরি কর :

যুক্তবর্ণ	বর্ণ বিভাজন	দুটি শব্দ তৈরি কর	বাক্য তৈরি কর
স্ন	স+ন	স্নান, স্নেহ	আজ আমার স্নান করা হয়নি।
র্দ	--- (রেফ)+দ	গর্দান, সর্দার	নিজে বাক্য তৈরি করবেন।
মৃ	ম+ৃ (ঋ-ফলা)	মৃত, অমৃত	শিক্ষার্থীরা নিজে বাক্য তৈরি করবেন।
স্ম	স+ম	বিস্মিত, অকস্মাত	”

ঘ) শূণ্যস্থান পূরণ কর:

১. ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বে এ ..... নগরী সোনারগাঁওয়ের অবস্থান। (প্রাচীন)
২. মোগল স্থাপত্য শৈলীর .....নিদর্শন রয়েছে গোয়ালদি মসজিদে। (অপূর্ব)
৩. গোয়ালদি মসজিদ তৈরি হয়েছিল .....বঙ্গদেশে আসার ও আগে। (মোঘলরা)
৪. প্রাচীন কালের .....সুবর্ণগ্রাম। (সমৃদ্ধ নগর)
৫. ঢাকার আগে সোনারগাঁও ছিল .....বাংলার রাজধানী। (দক্ষিণ-পূর্ব)
৬. সোনারগাঁও এর সবচেয়ে .....পানাম নগর। (সমৃদ্ধ এলাকা)
৭. প্রায়_.....বছর আগে এখানে ধনী ব্যবসায়ীরা বাস করতেন। (একশো)

৮. সোনারগাওঁ ছিল ..... কাপড় বানোনোর প্রসিদ্ধ স্থান । (মসলিন)
৯. সোনারগাওঁ এর তৈরি মসলিন কাপড়ের .....কদর ছিল । (বিশ্বজোড়া)
১০. একটি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি , ইতিহাস- ঐতিহ্যের যাবতীয় .....জাদুঘরেই সংরক্ষিত থাকে । (নিদর্শন)
১১. সোনারগাঁও জাদুঘরে ঢুকতেই সবুজের .....স্পর্শে সাবিহার মনটা ভরে গেল । (স্নিগ্ধ)
১২. সোনারগাঁ লোকশিল্প জাদুঘরের .....শিল্পি জয়নুল আবেদিন । (প্রতিষ্ঠাতা)

ঙ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. সোনারগাঁও কোন জেলায় অবস্থিত? সোনারগাঁও এ কি কি বিখ্যাত জিনিস রয়েছে?

উত্তরঃ সোনারগাঁও নারায়নগঞ্জ জেলায় অবস্থিত । সোনারগাঁও এ নানারকম প্রাচীন বিখ্যাত জিনিস রয়েছে । যেমন: অপূর্ব নিদর্শনে সজ্জিত গোয়ালদি মসজিদ, বিশ্বজোড়া খ্যাতি সম্পন্ন মসলিন কাপড়, অভূতপূর্ব স্থাপত্যশৈলী সম্পন্ন দালান, কাঠের তৈরি জিনিস, মুখোশ, মৃৎপাত্র, মাটির পুতুল, বাঁশ-লোহা-কাঁসার তৈরি নানা জিনিস, অলংকার সজ্জিত লোকশিল্প জাদুঘর, বিখ্যাত জামদানি শাড়ি, বাহারি নকশি কাঁথা ইত্যাদি ।

২) জাদুঘর বলতে কী বোঝ? সোনারগাঁ লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তরঃ একটি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি,ইতিহাস- ঐতিহ্যের যাবতীয় নিদর্শন যেখানে সংরক্ষিত থাকে তাকেই জাদুঘর বলে । যেমন- সোনারগাঁ লোকশিল্প জাদুঘরে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অনেক জিনিসই সংরক্ষিত আছে । সোনারগাঁ লোকশিল্প জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা হলেন- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ।

ঙ) বর্ণনামূলক প্রশ্নঃ

১) লোকশিল্প কাকে বলে? লোকশিল্প জাদুঘর কেন প্রয়োজন?

উত্তরঃ "লোক" শব্দটির অর্থ হলো সাধারণ মানুষ । সুতরাং গ্রামীন সাধারণ মানুষের তৈরি শিল্পকে লোকশিল্প বলা হয় । অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা দেশের আচার, ঐতিহ্য বংশ পরম্পরায় ধরে রাখার জন্য কোন কিছু সৃষ্টি করে, সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে হারিয়ে যেতে দেয় না তাই লোকশিল্প ।

একটি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস- ঐতিহ্যের যাবতীয় বিষয় সংক্ষরন করার জন্য লোকশিল্প জাদুঘর যেমন প্রয়োজন তেমনি ঐ সংস্কৃতিগুলো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যও এর গুরুত্ব অপরিসীম । বর্তমানে আমাদের দেশের ঐতিহ্য সংরক্ষনের জন্য যদি কোন জাদুঘর না থাকে তাহলে সময়ের সাথে সাথে এগুলো হারিয়ে যাবে । আমাাদের পরবর্তী প্রজন্মের পক্ষে তার দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে না । এজন্য লোকশিল্প জাদুঘর প্রয়োজন ।